15-1-54

মিতানির

ময়লাকাগজ

মিত্রানি লিমিটেডের দ্বিতীয় নিবেদন—

ময়লা কাগজ

প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

চিত্রশিল্পী : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত-পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরাণী
সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশক : তারক বসু
তত্ত্বাবধান : গিরিজা চৌধুরী

রূপ-সজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী
চিত্র-পরিস্ফুটন : শৈলেন ঘোষাল ও
ধীরেন দাশগুপ্ত
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
নির্মানাগার : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ

রসায়নাগার : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী লিঃ
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী লিঃ

স্থির-চিত্রগ্রহণে : **ষ্টীল ফটো সার্ভিস লিঃ**

ভুমিকায় :

ধীরাজ ভট্টাচার্য ★ তৃপ্তি মিত্র ★ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, পণ্টুরাণী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ইরা চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ দাস, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি চক্রবর্ত্তী, ননী মজুমদার, কমলা অধিকারী, শশাঙ্ক সোম, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, ঝরণা ঘোষ, সুনীল রায়, মাষ্টার সুখেন, দ্বিজেন ঘোষ, মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়, জগন্নাথ মোহান্ত, অনাথ চট্টোপাধ্যায়, উষা, লেতো, অন্ধ, করুণা গুপ্ত।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শশাঙ্ক সোম
সঙ্গীত-পরিচালনায় : বলাই চাঁদ সাহা
চিত্রশিল্পে : ননী দাস
সম্পাদনায় : অনিত মুখার্জি
ব্যবস্থাপনায় : পাঁচু দাস
শব্দগ্রহণে : সন্ত বসু
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : বিশু চক্রবর্ত্তী

আলোক-সম্পাতে : নরেশ শমাদ্দার
শান্তি সরকার
মণীন্দ্র দে
তারাপদ মান্না
দেবেন
রূপ-সজ্জায় : পাঁচু দাস
দুর্গা

পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা—১

...H MAITI
...Ram Ghosh ...
...Calcutta 700041

S. N. Dey 19.5.71.

এই শহরের রাস্তায় সুদাসের মত মানুষকে হয়ত আমরা সবাই দেখেছি।

কিম্বা হয়ত দেখেও দেখিনি। কারণ, মনে রাখবার মত কেউ তারা নয়। রাস্তার নোংরা আঁস্তাকুড়ে তারা ময়লা ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়। ওই তাদের জীবিকা। শতচ্ছিন্ন পরিধান আর একটা ছিন্ন ঝোলা ছাড়া আর কিছুই তাদের নেই।

না, আছে।

মনের কোন গভীরে মনুষ্যত্বের সব চেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ, সেই আত্মমর্যাদা-বোধ এখনও তাদের মরে যায়নি।

তাই তারা আঁস্তাকুড়ের ময়লা কাগজ কুড়োয়, তবু কারুর কাছে ভিক্ষের জন্য

কে এই সুদাস? কি তার পরিচয়? কেই বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়? রাস্তার ধারে যেদিন যেখানে সুবিধা পায় সে আশ্রয় নেয়। সামান্য উপার্জনে যখন যা জোটে তাই দিয়ে সে ক্ষুধা মেটায়। পথে পথে চা ফিরি ক'রে যারা বেড়ায় তাদেরই একজন হয়ত দুনিয়ায় তার একমাত্র পরিচিত। সুদাসের পেছনের ইতিহাস হয়ত সে-ই কিছু জানে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর মৃত্যুর করাল গ্রাসে গ্রামাঞ্চলকে শ্মশান করে তুলে উচ্ছিষ্টের মত একদিন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত তাকে এই নগরের পথে ঝেঁটিয়ে ফেলে গিয়েছিল। ক্ষুধার জ্বালায় কুকুর বেড়ালও সেদিন এ নগরে কেউ বোধহয় মরেনি। কিন্তু অনাহারী কঙ্কালসার মানুষের শবে রাজপথ ছেয়ে গেছে। এই নারকীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদিন স্ত্রী পুত্র কন্যাকেও সে হারিয়ে ফেলে। রাজপথের নামহীন পরিচয়হীন শবের স্তূপে হয়ত তারাও ছিল। সে খোঁজ পায়নি।

যন্ত্রের মত সে আজও শুধু আশাহীন আকাঙ্খাহীন জীবনের ভার নগরের পথে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

পকেটমার এক বদমায়েস ছোকরা পালাতে গিয়ে করে একদিন তার ঝুলির মধ্যে চোরাই মাল লুকিয়ে রেখে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে। সেদিন তার চোখ বুঝি ক্রোধে অপমানে একবার একটু জলে ওঠে।

রাস্তার ধারের এক বারান্দায় আশ্রয় নেবার সময় করে-সে বাড়ির একটি তরুণী মেয়ে তার প্রতি অযাচিত অপ্রত্যাশিত করুণা ও সহানুভূতি দেখায়।

PRONABESH MAITI
27 D, Baburam [illegible] Road
Calcutta-700040

সেদিন তার চোখ বুঝি কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকলে তার মেয়েও এতদিনে প্রায় এত বড়টিই হ'ত এই কথাই তার মনে পড়ে।

আর তার ছেলে? পকেটকাটা ওই বদমাস ছেলেটার মতই হ'ত বোধ হয়।

পকেটকাটা ছেলেটারও একটা আস্তানা আছে। নোংরা একটা বস্তি। সেখানে তার মা আছে আর বড় বোন। মা জীর্ণ রুগ্ন শরীরে ঝি-গিরি করে কোন রকমে সংসার চালায় আর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সমর্থ আইবুড়ো মেয়ের একটা গতি করবার ভাবনায় দিনে রাত্রে স্বস্তি পায় না। কোন দিন তাদের জীবনে স্বাচ্ছল্য শ্রী সম্ভ্রম সবই বুঝি ছিল। এখনও তাই মেয়েটাকে কোন রকমে বিয়ে দিয়ে সংসারী দেখে যাওয়াই তার একমাত্র স্বপ্ন।

SREE. 17/54

সে স্বপ্ন সফল হবার একটু বুঝি আশা দেখা যায়। কিন্তু বস্তির এই গরীবদের টিকি যার কাছে বাঁধা সেই কিস্তিদারের ভাগ্নের ব্যবহারে ও কথায় সাহস পেয়ে কিস্তিদারের কাছে বিয়ের কথা পাড়তে গিয়ে বোঝা যায় এ-স্বপ্ন বামন হয়ে চাঁদ ধরার।

কিস্তিদার কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রূপ করে জানায় ঝি-এর মেয়ের বিয়ে পাঁচশ টাকার কম হয় না। দুবেলা ছেলেমেয়ের দুমুঠো খাওয়াবার সংস্থান যে করতে পারে না তার কাছে পাঁচশ টাকা!

আর একদিকে পাঁচশ টাকা তখন বুঝি হাত বাড়ালে পাওয়া যায়।

রাস্তার ধারের আশ্রয়ে যে মেয়েটির কাছে সুদাস অযাচিত করুণা পেয়েছে তারই পিতামহ সদানন্দ বাবুর অত্যন্ত দামী একটি পুরাণ দলিল গেছে ঝি চাকরের অসাবধানতায় হারিয়ে। সে দলিল ছেঁড়া অন্য নোংরা কাগজের সঙ্গে গিয়ে উঠেছে সুদাসের ঝোলায়।

এ দলিল না পেলে সদানন্দ বাবুর সর্ব্বনাশ। তাই কাগজে কাগজে পাঁচশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়। হয়ত ময়লা কাগজের সঙ্গে সুদাস তা কুড়িয়ে নিয়েছে অনুমান করে তার সন্ধানে লোক ছোটে।

এ সবের কিছু জানেনা সুদাস। যে বদমায়েস ছেলেটা একদিন তাকে লাঞ্ছিত করেছে হঠাৎ রাস্তায় তার দেখা পেয়ে সে তাকে ধাওয়া ক'রে সেই বস্তিতে গিয়ে ওঠে।

ছেলেটির মা তখন রোগ শয্যায় প্রায় অচৈতন্য। বিকারের ঘোরে ও ছেলের বিপদে সে উঠে আসে। মুখোমুখি হয় সুদাসের।

কি দেখে সুদাস? অতীতের ছেঁড়া জীবনের সুতো কি আবার জোড়া লাগে!

মুমূর্ষ রোগীর ওষুধ দরকার। দরকার পথ্য। কোনো পুরস্কারের কথা সুদাস জানে না। সামান্য দুচার টাকায় তাঁর ছেঁড়া কাগজ বিক্রী করবার জন্যে সে আড়ৎদারের কাছে ছোটে।

কিন্তু সেখানেও বিফল হতে হয়। সামান্য দুটো টাকা সে যোগাড় করতে পারে না। অথচ তার ঝোলার মধ্যে পাঁচশ টাকার পুরস্কার ছেঁড়া কাগজ হয়ে মিশে থাকে।

চরম দুঃখ দারিদ্রের মধ্যেও মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে যারা জীবন পণ করে, কি তাদের কাহিনীর পরিণতি?

মেয়েকে কোনরকমে সংসারী দেখে যাওয়া যার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, কি হয় সেই রুগ্ন মায়ের?

একদিকে নির্মম পৃথিবীর ঔদাসীন্য আর একদিকে পাপের লুব্ধ দৃষ্টি,—এর মাঝে নব-যৌবনা নিঃসম্বল একটি সরল কোমল মেয়ে কোন শেষ সমাধান খুঁজে পায়?

সুদাসের মত মানুষের কাহিনী চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়েও মনুষ্যত্বের কি অমর অনির্বান গৌরব দীপ্তিতে আমাদের নূতন প্রেরণা দিয়ে যায় **'ময়লা কাগজ'** ছবিটিতে তারই পরিচয়।

PRONABESH MAITI
27 D, Baburam Ghosh
Calcutta - 700040

(সংঙ্গীতাংশ)

(১)

তোমার ফাগুণ ফুলের মেলার
নইক আমি মৌমাছি
চাতক হয়ে শুধু তোমার
বাদল মেঘের প্রসাদ যাচি।
হৃদয় আমার কি পিপাসায়
আগুন ঝরা আকাশে চায় !
এত জ্বালায় নামবে কি জল ?
ছুটি ফোঁটা ! তাতেই বাঁচি।
আমার ধরা কোন আকাশে
ঢাকা তা কি জান না কি ?
সে যে শুধু তোমারই ওই
অতল ছুটি কালো আঁখি।
বুঝবে আমার বুকের ভাষা
ছেড়েছি আজ সেই ছুরাশা।
মনে পড়ার সজল হাওয়া

(২)

ও পাখী যা না
উড়ে যাবি'ত যা না।
কেউ করে না মানা।
জানি বন্‌কি চিড়িয়া
মিছে রাখা ধরিয়া.
নইলে দিতাম কেটে ছুটি ডানা।
ও পাখী যা না।

হায় বনের পাখী কভু হয়না মনের
দিলে বাতাসে ফাঁস
লাগে গলায় নিজের।

নিলে টাকা কড়ি
দিতাম হাত কড়ি
বুকের নালিশ শোনার
কোথায় থানা।

PRONABESH MAITI
27 D, ...
Calcutta - ...

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পরবর্তী রহস্য-রোমাঞ্চ চিত্র

ডাকিনীর চর

★

আমাদের পরিবেশনাধীন চিত্রাবলী !!

১। নারীর রূপ
২। নিরুদ্দেশ
৩। সন্ধ্যা-বেলার রূপকথা
৪। নিয়তি
৫। ক্ষুদিরাম
৬। হানাবাড়ী
৭। মহারাজা নন্দকুমার
৮। লাখ টাকা

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিঃ, কলিকাতা

★

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।